নবীজীর ﷺ

জন্মতারিখ ও ঈদে মীলাদুন্নবী

মাওলানা তাহমীদুল মাওলা

পরিচালক : মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ

উসতায : জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা

সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া আবদুল্লাহ

পরিচালক : মারকাযুল মাআরিফিল কুরআনিয়্যাহ, উত্তরা, ঢাকা

MUASSASA
ILMIYAH BANGLADESH

মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ভূমিকা

نحمده ونصلى على رسوله الكريم، أما بعد :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান, তাঁর প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁর যাবতীয় হক আদায় করা জরুরি। এবিষয়ে আহলুস্‌সুন্নাহ ওয়াল জামাআর অনুসারী কারো দ্বিমত নেই। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা সকলের কাছেই স্বীকৃত বিষয়। এগুলো হলো মৌলিক বিষয়। কিন্তু আমাদের দেশে তুমুল বিতর্ক চলে একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে। তা হলো—ভালোবাসা প্রকাশের একটি পদ্ধতি। অর্থাৎ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মতারিখে "ঈদে মিলাদুন্নবী" পালনের মাধ্যমে তাঁর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করা। যদিও বিষয়টি মৌলিক নয়; বরং নিছকই প্রাসঙ্গিক ও গৌণ বিষয়। তথাপি বিতর্কের পরিমাণ ও ভয়াবহতা বলে—এটি যেন ইসলামের একটি প্রধান ও মৌলিক বিষয়। কোনোভাবেই শতাধিককাল থেকে চলে আসা বিতর্কের শেষ দেখা যাচ্ছে না।

প্রকাশিতব্য বইটিতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মতারিখ অনুসন্ধানের মাধ্যমে তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে—'ঈদে মীলাদুন্নবী' পালন বিষয়টি কতটা অমৌলিক ও অপ্রধান। এর ভিত্তি কতটা দুর্বল ও নড়বড়ে। উদ্দেশ্য—একটি অপ্রয়োজনীয় বিতর্কের সমাপ্তি বা খণ্ডন। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয়ও আলোচিত হয়েছে।

বিষয়টি কিছুটা গবেষণাধর্মী ও কঠিন হওয়া সত্ত্বেও আশা করা যাচ্ছে এতে জ্ঞানী-গুণী ও শিক্ষিত শ্রেণি এবং শিক্ষার্থীরা বিশেষ উপকৃত হবেন এবং যে ভাইয়েরা বিষয়টি নিয়ে আগে কখনো ঠিক এভাবে চিন্তা করেননি, তারাও ভাবার সুযোগ পাবেন। বইটি সম্পাদনা করেছেন হযরত মাওলানা যাকারিয়া আবদুল্লাহ সাহেব। আল্লাহ তাআলা তাকে এর উত্তম বিনিময় দান করুন এবং

দীর্ঘ নেক হায়াত নসিব করুন।

বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান 'রিসালাতুল ইসলাম বাংলাদেশ' থেকে। মাস তিনেকের মধ্যেই প্রথম সংস্করণের সব বই শেষ হয়ে যায়। অতঃপর বইটির বেশ চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বিশেষ কারণে দীর্ঘদিন যাবত তা আর পুনঃপ্রকাশ করার সুযোগ হয়নি। আলহামদুলিল্লাহ, মুরুব্বিদের পরামর্শ নিয়েই গবেষণা শিক্ষা ও দাওয়াহ প্রতিষ্ঠান 'মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ' থেকে এখন বইটির পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ হতে যাচ্ছে।

আল্লাহ তাআলা মুআসসাসা ইলম্যিাহ ও এর সকল সহযাত্রী, সহযোগী ও শুভাকাঙ্খীদের কবুল করে নিন। এ বইটিকেও কবুল করে নিন। এবং এর মধ্যে যা কিছু কল্যাণ আছে আল্লাহ তাআলা তা আমাদেরকে এবং এর পাঠকদেরকে দান করুন। এর মধ্যে যদি ভিন্ন কিছু থাকে তাহলে আল্লাহ তাআলা তা থেকে আমাদের সকলকে হেফাজত করেন।

هذا، وصلى الله على خير خلقه محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

তাহমীদুল মাওলা
পরিচালক, মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ
২০ সফর ১৪৪৫ হিজরী
৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ইংরেজী

সম্পাদকের কথা

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد :

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মুহাব্বত ঈমানের অঙ্গ। কুরআন-সুন্নাহর অনেক নস দ্বারা তা প্রমাণিত এবং এর বাস্তব দৃষ্টান্ত সাহাবায়ে কেরামের জীবনে প্রোজ্জ্বল। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ঈমানী মহাব্বতের দাবি কী? এবং সে দাবি পূরণের সঠিক উপায় কী— এ বিষয়ে তাঁরাই সত্যিকারের মাপকাঠি এবং কেয়ামত পর্যন্ত আগত মুমিনদের জন্য আদর্শ দৃষ্টান্ত। সুতরাং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত এবং তার দাবি সঠিকভাবে বুঝতে হলে তা বুঝতে হবে কুরআন-সুন্নাহর বাণী অভিধান এবং সাহাবায়ে কেরামের জীবন ও কর্মের আলোকে। আর তাহলেই সম্ভব হবে চেতনা ও কর্মে সঠিক পথে থাকা। পক্ষান্তরে এ ক্ষেত্রে নতুন পন্থা-পদ্ধতির উদ্ভাবন কিংবা বিজাতীয় রীতি-নীতির অনুসরণ যেমন সীরাতে মুস্তাকীম থেকে বিচ্যুতির কাজ তেমনি তা সাহাবা-তাবেয়ীন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন তথা উম্মাহর পূর্বসূরি আদর্শ ব্যক্তিবর্গের দীনি প্রজ্ঞা ও তাকওয়া-পরহেজগারীর প্রতি পরোক্ষ অনাস্থা ও অবজ্ঞা প্রকাশের শামিল। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই অবজ্ঞা-অনাস্থা প্রকাশে মহান সালাফে সালেহীনের বিন্দুমাত্রও ক্ষতি নেই; ক্ষতি ব্যক্তির নিজের। এই কর্মপন্থার মাধ্যমে তার চিন্তার দৈন্য ও কর্মের অসংলগ্নতাই প্রকট হয়ে ওঠে। কাজেই দীন-ঈমানের ক্ষেত্রে মনগড়া পথ-পন্থা থেকে বেঁচে কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা ও সাহাবা-তাবেয়ীন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের পথে থাকাই বুদ্ধিমত্তা ও সুপথগামিতার প্রমাণ। চিন্তাশীল মুসলিমমাত্রেরই স্বাভাবিক অবস্থান এমন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু

দুঃখজনক বিষয় এই যে, এই অতি স্বাভাবিক বিষয়েও ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায়। মুসলিম সমাজেরই কিছু ভাই-বন্ধুকে দেখা যায়, দীনের ক্ষেত্রেও নানা মনগড়া আনুষ্ঠানিকতার অনুসরণ করতে, যার অনেক কিছুরই সূত্র বিজাতীয় রীতিনীতি।

আমাদের সকলকে আবারও এই সত্য গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে, মুসলমানের দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণের সূত্র হচ্ছে ইত্তিবায়ে সুন্নাত। অর্থাৎ, যে আদর্শের ওপর স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন সেই আদর্শের পূর্ণ অনুসরণ। দীনের ক্ষেত্রে নতুন নতুন চিন্তা ও নতুন পথ-পন্থা উদ্ভাবন শুধু আখিরাতই বরবাদ করে না, দুনিয়াও করে। দীনের এই মৌলিক রীতি সম্পর্কে জনসচেতনতার বিস্তার দাঈদের অতি বড় কর্তব্য। এই কর্তব্য পালনের জন্য গভীর দীনী প্রজ্ঞা ও স্বচ্ছ দৃষ্টির বিকল্প নেই। দাঈদের আরও কর্তব্য সমাজে এই মৌলনীতি পরিপন্থী যা কিছু প্রচলিত শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণ ও দরদপূর্ণ উপস্থাপনায় তা খণ্ডন করা, যাতে সত্যান্বেষীর জন্যে সঠিক বিষয়টি স্পষ্ট ও স্বচ্ছভাবে বিদ্যমান থাকে। বলাবাহুল্য, এটিও বিজ্ঞ আলেমদেরই কাজ। তাঁরাই এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারেন। আল্লাহ তাআলার ফজল-করমে আমাদের সম্মানিত উলামায়ে কেরাম এই দাওয়াতী দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট।

এখন পাঠকের হাতে যে বইটি তা এই দাওয়াতী কর্মতৎপরতার একটি সুন্দর নমুনা। অনুজপ্রতিম মুহতারাম মাওলানা তাহমীদুল মাওলা ছাহেব সমাজে 'মিলাদুন্নবী' শিরোনামে প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠানের একটি মৌলিক অসংগতি নিয়ে এ বইয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনা নির্ভরযোগ্য দলিল-প্রমাণ ও উদ্ধৃতিতে সমৃদ্ধ। আল্লাহ তাআলা তাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। ইলম-হিলম আমল-আখলাকে সব দিক দিয়ে সালাফের নমুনা হওয়ার তাওফীক দান করুন। তাঁর সাথে আমার সম্পর্ক প্রীতি ও মুহাব্বতের। এর অন্যতম কারণ, তিনি আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদদের স্নেহ ও আস্থার পাত্র। তাই তাঁর অনুরোধে তাঁর বইটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি। আলহামদুলিল্লাহ, আলোচ্য বিষয়ে মূল্যবান অনেক তথ্য এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। লেখকের নিজস্ব আলোচনার পাশাপাশি এতে সংযুক্ত হয়েছে উস্তাদে মুহতারাম (হযরত মাওলানা আবদুল মালেক ছাহেব)-এর একটি মূল্যবান প্রবন্ধ। সবকিছু মিলে বইটি পাঠকের জন্য একটি

সুন্দর উপহার। আল্লাহ তাআলা লেখককে আরও তাওফীক দান করুন। দীনের খেদমতের জন্য কবুল ও মাকবুল করুন। আমীন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

(মাওলানা) মুহাম্মাদ যাকারিয়া আবদুল্লাহ

পরিচালক, মারকাযুল মাআরিফিল কুরআনিয়্যাহ, উত্তরা, ঢাকা

বইটির উদ্দেশ্য

নবীজীর জন্ম-তারিখ ও ঈদে মীলাদুন্নবীর বিষয়ে শুধু বাস্তব ইতিহাসটি সরল উপস্থাপনায় তুলে ধরা।

আশা করি যারা ঈদে মীলাদুন্নবীর সমর্থক, বইটি পড়ার পর তাদের মধ্যে তিন ধরনের প্রতিক্রিয়া হবে :

১. আমার আলোচনায় যার মধ্যে সহীহ বুঝ এসে যাবে তারা তা নিঃশব্দে গ্রহণ করে নেবেন।

২. বইটি পড়ার পরও যিনি তার পূর্বের মতের ওপরই অটল থাকবেন, তবে এতটুকু বুঝতে পারবেন যে—বারোই রবীউল আউয়ালে ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করার মজবুত কোনো ভিত্তি নেই। ফলে তিনি বিপরীত মতের মানুষের প্রতিও সুধারণা পোষণ করতে পারবেন। এতে এর সুফল সবাই ভোগ করবে।

৩. আর তৃতীয় শ্রেণি—যারা নিজের পূর্বের মতেই থাকবেন, কোনো দলিলই যাদের স্পর্শ করে না। আশা করি তারাও অন্তত আপত্তিকর ও গর্হিত এবং হারাম ও না-জায়েয কাজ থেকে বিরত থাকবেন। পরস্পরে হিংসা-বিদ্বেষ কমে আসবে। তারা যাতে এতটুকু বোঝেন যে, যারা ঈদে মীলাদ পালন করেন না, তারাও নবীজীকে ভালবাসেন এবং তারাও দীনের জন্যই সবকিছু করছেন। আর তারা নিজেরাও অন্তত অনেক হারাম কাজ এবং অমুসলিমদের সাদৃশ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করবেন।

উপরিউক্ত তিন শ্রেণির কাছেই অনুরোধ থাকবে—যারা ঈদে মীলাদের মধ্যে বহু হারাম ও শরীয়তে নিষিদ্ধ কাজ সংযোজন করছেন, সবাই মিলে একযোগে তাদের সতর্ক করুন; বরং তাদের নিবৃত্ত করুন—যা সকলের একটি মৌলিক দায়িত্ব।

লেখকের কথা

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد :

দীর্ঘদিন থেকেই দেখে আসছি—বারোই রবীউল আওয়ালে ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করা আর না করা একটি তুমুল বিতর্কের বিষয়। পক্ষে-বিপক্ষে চলে আলোচনা পর্যালোচনা ও দলিল-প্রমাণের ছড়াছড়ি। উভয় পক্ষের রাশি রাশি দলিল-প্রমাণের সামনে অনেক সাধারণ মানুষই হতভম্ব হয়ে পড়েন। একজন বলেন—ঈদে মীলাদুন্নবী ইসলামে নেই। তো আরেকজন বলেন—স্বয়ং আল্লাহ তাআলা মীলাদ পালন করেছেন আর উপস্থিত ছিলেন সোয়া লক্ষ নবী!

আসলে বিষয়টি যেহেতু এমন যে, এক পক্ষের দাবি—ঈদে মীলাদুন্নবী ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাই স্বাভাবিক নিয়মেই তাদেরই প্রমাণ দিতে হবে—কীভাবে ঈদে মীলাদুন্নবী ইসলামের অপরিহার্য অংশ হয়ে গেল। তারা তাদের মতো করে দলিল দিয়েও থাকেন। তাদের দলিল-প্রমাণের তোড়-জোড় ও দলিল উপস্থাপনের অবস্থা দেখে মাঝেমধ্যে স্তম্ভিত হয়ে পড়তাম! বিষয়টি আসলে কী? আমি ভাবতাম এ বিষয়ের এমন একটি সহজ সমাধানের পথ খুঁজে বের করা দরকার, যাতে একদম সাধারণ মানুষ, যারা দলিল-প্রমাণের মারপ্যাঁচ বোঝার ক্ষমতা রাখেন না তারাও হক ও সত্য বিষয়টি সহজে ধরতে পারেন। আর যারা দলিল-প্রমাণের গোঁজামিল ও ঘাপলা ধরতে পারেন বলে এমনিতেই হক ও সত্য বিষয় বুঝে নিতে পারেন, তাদের জন্য বিষয়টি আরও সহজ হয়।

যখন বড় হতে থাকি আর পড়াশোনার পরিমাণ কিছুটা বাড়তে থাকে এবং আমাদের পাঠ্যপুস্তক বা পাঠসংশ্লিষ্ট হাদীস, সীরাত ও ইতিহাসের বিভিন্ন কিতাব পড়তে শুরু করি, তখনই আমাদের মাদরাসা-পড়ুয়া আরও অনেকের মতোই

আমার সামনেও একটি নতুন দিক উন্মোচিত হয়, যা সাধারণ পাঠকদের অজানাই থাকে। আমার মনে হয় এ বিষয়টি সরলভাবে সাধারণের সামনে তুলে ধরতে পারলে হয়তো অনেকেই সহজে বুঝতে পারবেন—কোনটি হক আর কোনটি বাতিল। এর জন্য দলিল-প্রমাণের বিশ্লেষণে প্রবেশ করা ছাড়াই মূল বিষয়টি পরিষ্কার করা যাবে। বিষয়টি হলো—নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম-তারিখ এবং সে তারিখে ঈদে মীলাদুন্নবী পালন এবং এর ইতিহাস।

ছোটকাল থেকেই দেখছি মানুষ জানে নবীজীর জন্ম-তারিখ—বারোই রবীউল আওয়াল। আমাদের পাঠ্যতালিকাভুক্ত প্রাথমিক সীরাতগ্রন্থ সীরাতে খাতামিল আম্বিয়াতে দেখি ভিন্ন কথা। আরও গভীরে পৌঁছার পর দেখলাম—বারোই রবীউল আওয়াল নবীজীর জন্ম-তারিখ—এটি অত্যন্ত দুর্বল মত! বরং বিস্তারিত জানার পর আশা করি পাঠকও আমার সাথে এ ব্যাপারে দ্বিমত করবেন না যে—বারো তারিখকে নবীজীর জন্ম-তারিখ বলার দালিলিক কোনো ভিত্তি নেই। এরপর দেখলাম বেরলভী আলেম মাওলানা আহমদ রেজা খানও বিষয়টি এভাবেই লিখেছেন। সুতরাং এমন ভুল তারিখে যে ঈদ হয় তার কী অবস্থা হবে আশাকরি পাঠকের বুঝতে বিলম্ব হবে না!

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো—ঈদে মীলাদুন্নবী পালনের ইতিহাস। কুরআন-সুন্নাহ থেকে আহরিত ইসলামের বিধি-বিধানের পরিপূর্ণ রূপ পাওয়া যায় ইসলামের প্রথম তিন যুগে। সাহাবা, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈদের যুগ—যাকে খাইরুল কুরুন বলা হয়। কিন্তু ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে দেখা যায়, খায়রুল কুরুনের যুগে দূরের কথা, বরং ইসলামের শুরুর দিকের প্রায় ছয় শ বছর পর্যন্ত নবীজীর জন্মদিবস পালনের বিশেষ কোনো দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। তার মানে এর কোনো গোড়া নাই। ষষ্ঠ শতকে শুরু হলেও ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত প্রায় সাত-আট শ বছর তা ছিল—'আমালুল মাউলিদ' তথা জন্মদিনের আমল হিসেবে পরিচিত। এরপর চতুর্দশ শতকে এসে হঠাৎ করে তা হয়ে গেল 'ঈদে মীলাদুন্নবী'; বরং সবচেয়ে বড় ঈদ! যার কোনো দৃষ্টান্ত ইসলামের সূচনাকাল থেকে প্রায় তেরো শ বছর পর্যন্ত ছিল না। কারণ, ছয় শ বছর পর্যন্ত তো কিছুই ছিল না। আর পরের সাত শ বছর পর্যন্ত কোনো কোনো মহলে আমালুল মাওলিদ—তথা জন্মদিনের আমল ছিল বটে, কিন্তু 'ঈদে মীলাদুন্নবী' তো কোথাও ছিল না। অবাক হয়ে দেখলাম বেরলবী আলেম ড. তাহের আলকাদরীও তার বইয়ে 'মীলাদুন্নবী'র ইতিহাস শুরু করেছেন—পাঁচ-ছয় শ বছর পর থেকে!

সূচিপত্র

ভূমিকা ৫

সম্পাদকের কথা ৭

বইটির উদ্দেশ্য ১০

লেখকের কথা ১১

মীলাদ : অর্থ ও ব্যবহার (১৯-৪০)

হানাফী মাযহাবের প্রাচীন ও মৌলিক গ্রন্থে মীলাদ অর্থ.....২০

অভিধানে 'ঈদে মীলাদ' অর্থ—'বড়দিন' : (Christmas: ক্রিস্‌মাস) ২২

'মাওলিদ' শব্দের নতুন ব্যবহার.....২৪

'মীলাদ' শব্দের ভুল ব্যবহার.....২৫

সীরাত গ্রন্থ পরিচিতি ২৬

সীরাত সাধারণ অর্থে.....২৬

সীরাত বিশেষ অর্থে.....২৮

সীরাত নবীজীবনী অর্থে ২৮

সর্বপ্রথম সীরাত রচয়িতা ৩০

নির্ভরযোগ্য সীরাতগ্রন্থ ৩১

সীরাতুন্নবীর অধ্যয়ন পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে হওয়া উচিত ৩১

পবিত্র সীরাতের জ্ঞান লাভের উৎস ৩৩

১. আলকুরআনুল কারীম ৩৪
২. হাদীস শরীফ ৩৫
৩. সীরাতের কিতাবসমূহ ৩৫
৪. ইতিহাসের কিতাবসমূহ ৩৬
সীরাতে নববী ও প্রাচ্যবিদগোষ্ঠী ৩৬
শেষ নিবেদন ৩৯

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মতারিখ (৪১-৮২)

হিজরী বর্ষের সূচনা ৪১
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মতারিখ কবে? ৪২
জন্মতারিখে মতানৈক্যের কারণ ৪৩
জন্মতারিখ নিরূপণে আরো কিছু জটিলতা ৪৪
কুরআন হাদীসে জন্মবৃত্তান্ত ও জন্মতারিখ নেই কেন? ৪৭
এটি কি ইসলামী ইতিহাসের দুর্বলতা ৪৮
জন্মতারিখ ৫০
কোন বছরে? ৫১
কোন মাসে? ৫৩
(এক) রমাযান ৫৩
(দুই) মুহাররম, সফর অথবা রবিউস সানী মাসে ৫৪
(তিন) রবীউল আউয়াল ৫৪
কোন তারিখে? ৫৫
(এক) ২রা রবীউল আউয়াল ৫৫
ইমামদের বক্তব্য ৫৬
(দুই) ৮ই রবীউল আউয়াল ৫৭

ইমামদের বক্তব্য ৫৮
৮ ও ৯ তারিখের সামঞ্জস্য! ৬৩
মাওলানা আহমদ রেজা খান বেরলভীর সিদ্ধান্ত ৬৪
(তিন) ৯ই রবীউল আউয়াল ৬৫
(চার) ১০ই রবীউল আউয়াল ৬৮
ইমামদের বক্তব্য ৬৮
(পাঁচ) বারো রবীউল আউয়াল ৭০
বারো তারিখ প্রসিদ্ধ—কবে থেকে এবং কিভাবে? ৭০
বারো তারিখ প্রসিদ্ধ হলেও বিশুদ্ধ নয় ৭১
(ছয়) ১৭, ১৮, ২০ই রবীউল আউয়াল ৭৩
তারিখ বিষয়ে সারকথা ৭৩
বারো তারিখের একটি বর্ণনা : সন্দেহ ও সমাধান ৭৫
জন্মের বার ও সময় ৮১
সারকথা ৮১

'ঈদে মীলাদুন্নবীর' সূচনা ও ইতিহাস (৮৩-১০০)

মক্কা-মদীনায় নবীজীর জন্মদিনে মাহফিল ৮৬
ভারতীয় উপমহাদেশে ৮৭
প্রথম উদ্ভাবক ৮৮
ইরবিলের বাদশা আবু সাঈদ ৮৮
আবুল খাত্তাব ইবনু দিহ্ইয়া ৯০
মীলাদুন্নবী উদযাপনের ধরন : অতীত ও বর্তমান ৯১
সুনির্দিষ্ট তারিখ ও বারোই রবীউল আউয়াল ৯২
ঈদে মীলাদুন্নবীতে কি খৃষ্টানদের অনুসরণ হয়? ৯৩

সারাংশ.....৯৬
তারিখ সুনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত না থাকা.....৯৭
আমালুল মাউলিদের ইতিহাস নেই.....৯৭
যাদের থেকে শুরু তাদের প্রতি আস্থা নেই.....৯৭
ঈদে মীলাদুন্নবীর কোনো প্রবক্তাই নেই.....৯৭
বারোই রবীউল আউয়াল ভুল তারিখ.....৯৭
এতে আছে খৃষ্টানদের সাথে সাদৃশ্য.....৯৮
ইসলামে ঈদ দুইটি.....৯৮
নবীজীর ভালবাসা ও অনুসরণ.....৯৮
তাই আমাদের ভেবে দেখা প্রয়োজন.....৯৯
বারোই রবীউল আউয়াল সরকারি ছুটি!.....১০০
রেজভী আলেম ডক্টর তাহের আলকাদ্‌রীর নিবেদন! মীলাদুন্নবী ও একটি দুঃখজনক বাস্তবতা.....১০১
প্রশাসনের দায়িত্ব.....১০২

মওলুদখানীর পক্ষে দলিল! (১০৫-১১৯)

এ দলিল মিথ্যা ও জাল.....১০৬
কিছু ভিত্তিহীন ও জাল বর্ণনা (মাসিক আলকাউসার, মার্চ-এপ্রিল ০৭).....১০৮
'আল বাইয়্যিনাতে' প্রকাশিত মওজু রেওয়ায়াত : আরও তথ্য ও পর্যালোচনা ১১২
আননি'মাতুল কুবরা'র জালকপি প্রকাশক ইস্তাম্বুলের দুটি প্রকাশনার চরিত্র উন্মোচনকারী তুরস্কের চিঠি.....১১৮
শেষ কথা.....১২০
গ্রন্থপঞ্জি.....১২১

মীলাদ : অর্থ ও ব্যবহার

প্রাসঙ্গিকতার কারণে শুরুতেই মীলাদ শব্দের আভিধানিক ও ব্যবহারিক অর্থ, শব্দের ও অর্থের বিবর্তনের ইতিহাস এবং এর ভুল ব্যবহারের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করার প্রয়াস পেয়েছি।

'মীলাদ' আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ : জন্ম, জন্মের সময়। ইংরেজিতে এর প্রতিশব্দ—(birth)। আরবী ভাষায় অনুরূপ বহুল ব্যবহৃত আরেকটি শব্দ (مَوْلِد) মাউলিদ [১]। যার অর্থ : জন্ম, জন্মের স্থান ও কাল। ইংরেজিতে—(time of birth, place of birth)।[২]

বিখ্যাত আরবী ভাষাবিদ মুরতাজা যাবীদী রহ. (মৃ. ১২০৫ হি.) বলেন,

ففي اللسان والمحْكَم والتهذيب والأَساس : مَوْلِدُ الرَّجُلِ : وَقْتُ وِلاَدَتِه، ومَوْلِده : الموْضِع الذي وُلِدَ فيه، ومثله في الصِّحاح، وفي المِصْباح : المولِد : المَوْضِع والوَقْتُ، والمِيلادُ: الوَقْتُ لا غَيْرُ.

> 'লিসানুল আরব, আল-মুহকাম ওয়াল মুহীতুল-আ'জাম (ইবনে সীদাহ কৃত), তাহযীবুল্-লুগাহ (আজ্হারী কৃত) আল্-আসাস্ (যামাখ্শারী কৃত) ও আস-সিহাহ্ ওয়া তাজুল্-লুগাহ (জাওহারী কৃত) প্রভৃতি অভিধানে রয়েছে : 'মাউলিদ' শব্দের অর্থ : জন্মের সময়, জন্মের স্থান। আর আল্-মিছ্বাহ (ফাইয়ূমী কৃত) গ্রন্থে রয়েছে, 'মাউলিদ' অর্থ : জন্মের সময় ও স্থান, আর 'মীলাদ' শব্দের একমাত্র অর্থ হলো—জন্মের সময় বা কাল।'[৩]

---

[১] (মাউলিদ) শব্দটি মূলত আরবী। এর সহীহ উচ্চারণ মউলুদ নয়; বরং মাউলিদ। অবশ্য পরবর্তী উর্দু অভিধানে পাওয়া যায় যে, উর্দু ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে 'মাউলুদ খানী' শব্দটি 'জন্মবৃত্তান্ত পাঠ করা' অর্থে ব্যবহৃত হয়। [ফি-রুযুল লুগাত]

[২] [লিসানুল আরব, আলমাউরিদ—আরবী-ইংরেজি]

[৩] তাজুল আরূস ফি শর্হিল কামূস, মুরতাজা যাবীদী আল-হানাফী কৃত।

জন্মের সময় ও স্থান অর্থে 'মীলাদের' ব্যবহার ব্যাপক। সুনানে তিরমিযীতে রয়েছে— باب ما جاء في ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم অর্থাৎ নবীজীর জন্মের সময়। এ অধ্যায়ে উল্লেখিত হাদীসে হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান (রা.) হযরত কুবাছ ইবনে আশ্ইয়ামকে জিজ্ঞেস করলেন,

> আপনি বড় নাকি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড়? তিনি উত্তরে বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার থেকে (মর্যাদায়) বড়, আর আমি 'মীলাদ' তথা জন্মের তারিখ হিসেবে তাঁর থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ। [১]

মোটকথা আরবী ভাষায় জন্ম ও জন্মের সময় ব্যতীত 'মীলাদ' শব্দটির ব্যবহার অন্য কোনো বিশেষ অর্থে পাওয়া যায় না।[২] হাদীস, ইতিহাস, সীরাত ও ফিক্হের মৌলিক গ্রন্থগুলোতে শব্দ দুটির ব্যবহার আভিধানিক অর্থেই সীমাবদ্ধ ছিল। অর্থাৎ যেকোনো ব্যক্তির জন্মকাল ও সময় বোঝাতে 'মাউলিদ' বা 'মীলাদ' শব্দটি ব্যবহৃত হতো। তখনকার সময় শুধু 'মীলাদ' বললে বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান ইত্যাদি বোঝাত না।

হানাফী মাযহাবের প্রাচীন ও মৌলিক গ্রন্থে 'মীলাদ' অর্থ

প্রাচীনকালে থেকেই শুধু 'মীলাদ' শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায়— হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ শুধু 'মীলাদ' বললে বোঝা যেত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মতারিখের কথা বলা হয়েছে। অবশ্য 'মীলাদ' শব্দটি

---

[১] সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৬১৯

[২] নূরানী মীলাদে মোস্তফা, সংকলক মুহাম্মদ নূরুল্লাহ্ আযাদ, সোলেমানিয়া বুক হাউস থেকে (এপ্রিল ২০০১ ইং) প্রকাশিত বইয়ে (পৃষ্ঠা ৯) বলা হয়েছে, "মীলাদ শব্দটি আরবী শব্দ। অর্থ হচ্ছে (জন্ম, জন্মদিন, **জন্মবৃত্তান্ত আলোচনা**) ইত্যাদি।"

লক্ষ করুন—শেষোক্ত **'জন্মবৃত্তান্ত আলোচনা'** অর্থটি মীলাদের আভিধানিক অর্থ নয়; বরং এটি ভুল তরজমা। হয়তো লেখক তা নিজের পক্ষ থেকে যোগ করেছেন। তাই 'মীলাদের' পক্ষ সমর্থনকারী মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা হামীদীও তাঁর 'কুর্আন হাদীসের অকাট্য দলীল প্রমাণে মীলাদ কিয়াম' নামক গ্রন্থে (ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরী থেকে ২০০৬ ইং প্রকাশিত) বলেন, "... মীলাদ শব্দটি জন্মকাল ও জন্মদিন ব্যতীত অন্য কোনো অর্থে ব্যবহৃত হয় না।" কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, তিনিও পরবর্তী সময়ে 'মিলাদ' এর পরিবর্তিত অর্থ গ্রহণ করে লেখেন, "সুতরাং মীলাদুন্নবী ও মাওলেদুন্নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মকাহিনী ও তৎসংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি আলোচনা করা। ওই মজলিসটি 'ঈদে মীলাদুন্নবী' নামে খ্যাতি অর্জন করেছে"। (পৃষ্ঠা : ৮)

সম্বন্ধযুক্ত হয়ে বিভিন্ন ব্যক্তির বা বস্তুর জন্ম বা সূচনা অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন 'মীলাদুন নবী' বললে বোঝা যেত—নবীজীর জন্মতারিখ বা সময়। 'মীলাদু আব্দিল্লাহ' অর্থ—আব্দুল্লাহর জন্মতারিখ বা সময়।

ইমাম আবু হানীফার শিষ্য হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত ইমাম—মুহাম্মদ ইবনুল হাসান রহ. (মৃ. ১৮৯ হি.) তাঁর কিতাবুল আসল তথা 'আল-মাবসূত' গ্রন্থের (বুয়ূ) ব্যবসা-বাণিজ্য অধ্যায়ে বলেন,

وكذلك البيع إلى الميلاد أو إلى صوم النصارى

> "কেউ যদি কোনো কিছু বিক্রি করে এই শর্তে যে, মূল্য আদায় করতে হবে 'মীলাদের' সময় অথবা খৃষ্টানদের রোজার দিনে; তাহলে তার চুক্তি ফাসিদ বলে গণ্য হবে।"[১]

উদ্ধৃত অংশে 'মীলাদ' বলে কী বোঝানো হয়েছে এ বিষয়ে হানাফী ফকীহ্ মাহমূদ ইবনে আহমদ ইবনে মাযাহ্ রহ. (মৃ. ৬১৬ হি.) বলেন,

> "মীলাদ শব্দটির দুটি অর্থ হতে পারে। এক—কোনো নির্দিষ্ট প্রাণীর বাচ্চার জন্ম। অথবা ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম।"

[আরও দেখুন—আল-মাবসূত সারাখসী কৃত ১৩/২৮; ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ৩/১৪৩][২]

হিজরী দ্বিতীয় শতকে কোনো কিছু কেনার সময় 'মীলাদের' দিন টাকা দেব বললে কী বোঝাত, অনুসন্ধান করত সপ্তম শতকের জগদ্বিখ্যাত হানাফী ফকীহ্ উল্লিখিত দুটি অর্থ ছাড়া 'মীলাদের' তৃতীয় কোনো অর্থের সম্ভাবনাও ব্যক্ত

---

[১] আল-মাবসূত, ইমাম মুহাম্মদ কৃত, ফাসেদ বায় এর অধ্যায়ে ৫/১১৮, আলমুহীতুল বুরহানী, ইবনে মাযাহ, বুখারী কৃত, ৬/৪৪৪।

[২] উল্লেখ্য, ফতোয়ায়ে আলমগীরী রচিত হয় হিজরী একাদশ শতাব্দীতে বাদশাহ আলমগীরের [জন্ম ১২০৮ ও মৃত্যু ১১১৮ হিজরী] নির্দেশে। তাতেও 'মিলাদ' শব্দের আগের অর্থ ও মর্ম উল্লেখ করা থেকে অনুমান করা যায় তখনো নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের নামে বিশেষ অনুষ্ঠান জাতীয় কিছুতে মীলাদ শব্দটি পরিচিত ছিল না। নিম্নে আরবী ইবারত দেওয়া হলো—

وَالْبَيْعُ إِلَى الْمِيلَادِ فَاسِدٌ، هَكَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْكِتَابِ، فَإِنْ كان الْمُرَادُ مِيلَادَ الْبَهَائِمِ فَالْجَوَابُ على ما أَطْلَقَ في الْكِتَابِ، وَإِنْ كان الْمُرَادُ مِيلَادَ عِيسَى عليه الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فما ذُكِرَ من الْجَوَابِ مَحْمُولٌ على ما إذَا لم يَعْرِفَا وَقْتَهُ. كَذَا في الْمُحِيطِ (١٤٣/٣).

করেননি। এমনকি পরবর্তী সময়ে হিজরী একাদশ শতাব্দীতে রচিত হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত গ্রন্থ ফতোয়ায়ে আলমগিরীতেও তা-ই দেখা যায়। সাথে এ কথাও স্পষ্ট যে, ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের আগে মীলাদ পালনের কোনো ইতিহাসও পাওয়া যায় না। যার বিবরণ সামনে আসছে। তাই এ থেকে বোঝা যায় তখনো ইসলামে 'মীলাদ' নামে প্রসিদ্ধ কোনো কিছু ছিল না। হিজরী সপ্তম শতকের শুরুর দিকে "মীলাদ" বা "ঈদে মীলাদ" শব্দটি মহাজ্ঞানী ফকীহ্দের কাছেও অপরিচিত ছিল। তাঁরা মীলাদ শরীফ, ঈদে মীলাদুন্নবী বা নবীজীর জন্মদিনকে মীলাদ বলা—কোনোটির সাথেই পরিচিত ছিলেন না; বরং 'মীলাদ' বললে বুঝতেন ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মদিন। কারণ, তখনো খৃষ্টানরা ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মদিনকে ঈদ মনে করে উৎসব করত। এমনকি হিজরী একাদশ শতকেও ফতোয়ায়ে আলমগীরী রচনাকালেও তারা মীলাদ বলতে ঈদে মীলাদুন্নবীর সাথে পরিচিত ছিলেন না। যদিও তখন কোনো কোনো স্থানে 'মাওলিদুন-নবী' নামে নবীজীর জন্ম উপলক্ষ্যে কিছু অনুষ্ঠানাদি করার প্রচলন চালু হয়ে গিয়েছিল।

অভিধানে 'ঈদে মীলাদ' অর্থ—'বড়দিন' : (Christmas: *ক্রিস্‌মাস*)

খৃষ্টবর্ষ গণনা করা হয় ঈসা আলাইহিস্‌সালামের জন্মসন থেকে। ঈসা আলাইহিস সালামকে খৃষ্টানরা জিসাস বা খৃষ্ট বলে। তাই এ সনকে বলা হয় 'আল-মীলাদিয়্যাহ' বা খৃষ্টাব্দ—অর্থাৎ খৃষ্টের জন্ম থেকে যে বর্ষ গণনা করা হয়। ইংরেজিতে সংক্ষেপে বলে—(AD)[১]। আর ঈসা আলাইহিস সালাম এর জন্মের পূর্বের কথা তথা খৃষ্টপূর্বকে আরবীতে বলা হয়—(قبل الميلاد) বা (ق م)। আর জন্মপরবর্তী কালকে বলা হয়—(الميلاد بعد) বা (ب م)। ইংরেজিতে—(After Christ) বা (AC) এবং (Before Christ) বা (BC) বলা হয়।

খৃষ্টবর্ষের এ গণনার সূচনা যেহেতু ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মসন থেকে তাই এর নামকরণ করা হয়েছে 'আল মীলাদিয়্যাহ্' বা খৃষ্টাব্দ। তারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মদিনকেও তাদের 'বিকৃত' ধর্মে বিশেষ দিন হিসেবে ঈদ বানিয়ে ফেলে। আর এর নাম দেয় 'ক্রিসমাস' বা 'ঈদে মীলাদ'।

আজও খৃষ্টানরা (তাদের ধারণামতে) পঁচিশে ডিসেম্বর হযরত ঈসা আলাইহিস

[১] Anno domini-latin mean: in the year of our lord.